যুগান্তর

তারিখ 27 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

জোট সরকারের পাঁচ বছরে শিক্ষা খাতের বিপর্যস্ত চিত্র

মুশতাক আহমদ

শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ, দুর্নীতি-অনিয়ম আর লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পাঁচ বছরে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে শিক্ষা বোর্ড-অধিদফতর, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এই অপরাধের পরিধি। শিক্ষাবিদরা বলেছেন, জোট সরকারের আমলে দলীয়করণ, দুর্নীতি আর অনিয়মের কারণে শিক্ষার যে ক্ষতিসাধিত হয়েছে, তা পুনরুদ্ধারে অনেক দিন লাগবে। তারা বলেন, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের অভিযান প্রশংসিত হলেও শিক্ষাঙ্গনে এখনও সংস্কারের ছাপ নেই। জোট সরকারের আমলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে মাসের পর মাস ক্লাসে যেতে পারেনি, দিতে পারেনি পরীক্ষা। শিক্ষার্থীদের হাতে যথাসময়ে বই না পৌঁছার মতো ঘটনা ঘটেছে বারবার। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের আন্দোলনেও বন্ধ থেকেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন প্রকল্পের নামে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে কোটি কোটি টাকা। এর মধ্যে কেবল একমুখী শিক্ষা কার্যক্রম চালুর নামেই শত শত কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ প্রণয়নের পর শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছিল বিগত সরকার। শিক্ষক নিয়োগ ও উন্নয়নের নামে দলীয়করণ এবং অর্থ লুটপাট হয়েছে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত। সরকারের শেষের দিকে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের শতভাগ বেতন প্রদান সংক্রান্ত দাবি মানার ঘোষণাকে শিক্ষকরা জোট সরকারের প্রতারণা হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে একদিকে পরিণত করা হয়েছে বিএনপি-জামায়াত ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং তাদের আত্মীয়স্বজনের পুনর্বাসন কেন্দ্রে। অপরদিকে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকারদলীয় ছাত্রনেতারা সরকারি অর্থ লুটপাট করেছেন দু'হাতে। উচ্চশিক্ষা দেয়ার নামে ভুঁইফোঁড় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয় বাছবিচার ছাড়াই। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াতের লোকজন হাতিয়ে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দফতর

চিত্র : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

চিত্র : বিপর্যস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গিয়ে ইউজিসি প্রণীত বিভিন্ন নীতি, সুপারিশ ও বিধিমালা আটকে গেছে। বিগত পাঁচ বছরে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রদল-শিবিরের সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি ও জায়গাজমি দখল এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রী খুনের ঘটনা কম নয়। পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থেকেছে অনেক দিন। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু উপাচার্যের লাগামহীন দুর্নীতি ও অনিয়মকে শিক্ষকসমাজের জন্য লজ্জাজনক এবং অপমানকর বলে মন্তব্য করেছেন।

২০০১ সালের ১০ অক্টোবর সরকারে আসার পরপরই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-শিবিরের নেতাকর্মীরা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় নেমে পড়ে। মূলত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পরের দিনই শুরু হয় এদের দখলাভিযান। তবে ১৩ নভেম্বর সরকারি অনুমোদনপত্র নিয়ে এক রাতেই ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের চেয়ার দখলের ঘটনার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। দলীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ছাত্রদল-শিবিরের নেতাকর্মীরা চর দখলের মতো হলগুলো দখল করে নেয়। টেন্ডারবাজির দায়ে ছাত্রদলের তৎকালীন সভাপতি ও সদ্যনির্বাচিত এমপি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু গ্রেফতার হয়ে জেলে যান। এ অবস্থায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দেয়ার পাশাপাশি কার্যক্রম সীমিত করা হয়।

ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর দ্বন্দ্বে ক্রসফায়ারে পড়ে ছাত্রী নিহত হওয়ার মতো ইতিহাসের প্রথম ঘটনা বিগত জোট সরকারের আমলেই ঘটে। ২০০২ সালের ৮ জুন বুয়েটে ছাত্রদলের টগর ও মুকি গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে কেমিকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সাবেকুন্নাহার সনি নিহত হন ক্রসফায়ারে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, জোট সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেট বরাদ্দ দিলেও দুর্নীতি এবং অনিয়ম এ খাতের অর্জনকে ম্লান করে দিয়েছে। অনিয়ম-দুর্নীতির ভয়াবহতার কারণে টিআইবি ২০০৫ সালের প্রতিবেদনে শিক্ষা খাতকে দেশের দ্বিতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত খাত বলে চিহ্নিত করে।

শিক্ষা খাতের উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতার মধ্যে শিক্ষা প্রশাসন দলীয়করণ ও দুর্নীতি বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা। এর মধ্যে উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গণনিয়োগ, হাতেগোনা দু-একটি বাদে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, স্টপ পেমেন্ট আদেশের মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতনভাতা বন্ধ ও এজন্য সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের প্রায় অর্ধশতাধিক রিট মামলা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোয় ছিল 'আত্মীয়করণের' কালো ছায়া। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নাধীন ৩৭টি প্রকল্পের অধিকাংশ প্রকল্পে দুর্নীতি ছিল চরমে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ৫ কোটি টাকার বই ক্রয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলো পর্যন্ত শিক্ষা ভবনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য বন্ধে আন্দোলন করেছে। কম্পিউটার ক্রয় প্রকল্পের নামে শিক্ষা বোর্ডগুলোতে লাখ লাখ টাকার দুর্নীতি ও অনিয়ম ধরা পড়েছে। সরকারের শেষ বছরে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছিল চরম অস্থিরতা। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে শিক্ষার্থী বিক্ষোভের মুখে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরাতে বাধ্য হয়েছে সরকার। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৬ সালের ১৩ মে থেকে প্রায় ৪ মাস বন্ধ ছিল। এতে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক ও ভর্তিতে নানা অনিয়ম শিক্ষা খাতকে সমালোচিত করেছে। উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ হলেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবর্ষের বেশিরভাগ সময়ই ছিল অস্থিতিশীল পরিবেশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকদের নিরাপত্তা প্রদানে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'জন শিক্ষাবিদকে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হতে হয়েছে। সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আফতাব আহমাদকে ক্যাম্পাসে আবাসিক এলাকায় অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের হাতে জীবন দিতে হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জোট সরকারের প্রথমদিকে সাবেক উপাচার্য জসীমউদ্দিনবিরোধী আন্দোলনে একনাগাড়ে ৮ মাস বন্ধ ছিল।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম বলেন, বিগত ৫ বছরে শিক্ষা খাত বিপর্যস্ত হয়েছে বিভিন্নভাবে। শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগে এখনও হাত পড়েনি। শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা ভবনসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পদে এখনও দুর্নীতিবাজ, দলবাজ ও বিগত সরকারের তল্পিবাহকরা বসে আছেন।

কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাহবুবুল হক বলেন, বিগত জোট সরকারের আমলে তারা শতভাগ বেতন-ভাতার জন্য দিনের পর দিন আন্দোলন করেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব বিভিন্ন সময় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার ভঙ্গ করেছেন। পিএসসির মাধ্যমে দলীয় ক্যাডার নিয়োগ, অর্থ লেনদেন, কেলেংকারি ইত্যাদি এর আগে এতটা লক্ষ্য করা যায়নি। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত টিআইবির এক রিপোর্টে দেখা যায়, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯৮ ভাগ শিক্ষার্থীরই পিএসসির প্রতি আস্থা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিগত সরকার শিক্ষাক্ষেত্রের যে ক্ষতিসাধন করে গেছে তা অপূরণীয়। পূরণে বহুদিন লাগবে।